অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভগ | ২৬ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল ৯ মার্চ্চ ১৮৭১ খৃঃঅব্দ | ৪ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৬ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত নদিয়া ডিবিসনের ইনেস্পকটিং পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন সূর্য্য বাবু মাইমনসিংহে বদলী হইলেন। সূর্য্য বাবু ইনেস্পেক্টরি পদে নিযুক্ত হইয়াই বাঙ্গলার একটী প্রধান ডিবিসন নদিয়ার ভার প্রাপ্ত হন। অনেক ডিবিসন হইতে এবিভাগে কাজের বিস্তর ভিড় কিন্তু তথাচ তিনি অতি শয় সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের স্কুলের ও কলেজে ছাত্র গণ নাটক অভিনয় লইয়া আবার উন্মত্ত হইয়াছে। এবার কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইবে। গত বৎসর ছাত্রেরা একটী চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহ দ্বারা অভিনয়ের ব্যয় সংকুলন করে এবং এবৎসর জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলার গণ সকলে এক মাসের করিয়া বৃত্তি দিবে ও তদ্দ্বারা উহার ব্যয় সংকুলন হইবে। আমরা নাটক অভিনয়ের শুভকরী ফলের বিষয় সম্পূর্ণ স্বীকার করি। সামাজিক পাপকে অভিনয় দ্বারা যে রূপ বিভীষিকা রূপে চিত্রিত করা যায় তাহাতে উহা কর্ত্তৃক অনেক মঙ্গলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু শকের যাত্রা, শকের হাফ আকড়াই প্রভৃতির ন্যায় নাটক অভিনয় দ্বারা যে অনেক দোষের উৎপত্তি করে তাহার কোন সন্দেহ নাই বিশেষতঃ সুকুমার বুদ্ধিমান বালক দিগের এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা ভয়ানক কথা। গত বৎসর কালেজের ছাত্রেরা ইহা লইয়া উন্মত্ত হওয়ায় অনেকে বিরক্ত হন। তাহা দ্বারা আমরা শুনিয়াছি কোথা কোথা অনিষ্টকর ফল প্রদর্শিত হয়। আমরা ভাবিয়াছিলাম কৃষ্ণনগরে আবার এই অনিষ্টকর আমোদের আন্দোলন হইবে না। যৌবনের প্রারম্ভটী জীবনের ভয়ানক সময়, অসাধারণ শাসন ভিন্ন এ সময় সৎপথে থাকা অতিশয় কঠিন কাজ। টপ্পা শুনিলে আমাদের মনে অনেক সময় কু প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়, যাত্রা শুনিলে মনের বিকার উপস্থিত হয় সেখানে নাটক অভিনয় নিযুক্ত থাকিয়া, হাব ভাব রঙ্গ রসের কর্ত্তৃক যে মনকে কুপথে নীত করিবে তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায়! ইহা শুদ্ধ যুবা গণকে ইন্দ্রীয় পরায়ণ করে না, কর্ত্তৃপক্ষীয় গণকে করিয়া তাহারদের সম্মান ক্রমে কমিয়া যায় এবং যুবা দিগের যদি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উপর সম্মান নাথাকে অথচ তাহারা ইন্দ্রীয় পরায়ণ হয় তবে তাহাদের কর্ত্তৃক অনেক কুকর্ম্ম হইবার সম্ভবনা।

কৃষ্ণনগর হইতে আমাদিগকে একজন লিখিয়াছেন "আপনারা জজ হর্সেল সম্বন্ধে যে লিখেন তিনি ক্রমে সাধারণের নিকট দিন দিন অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন সেটী সত্য। তাহার মত সাধারণ অপ্রিয় জজ এখানে কখনই আইসেন নাই। তিনি মর্দ্দামার বিচার করা অপেক্ষা বাজে কাজে অনেক সময় কাটান। অনর্থক (করেস পণ্ডেন্স) পত্র লেখা লিখি বৃদ্ধি করেন। সকল বিষয় তারি সুক্ষ্ম ধরিয়া কাজ করিতে যান, সকল কাজ নিজ হাতে করিতে যত্ন পান, অধীনস্থ আমলা দিগকে করিয়া তত আস্থা নাই, এ সমুদয় কারণে অর্থি প্রত্যর্থি উভয় তারি বিরক্ত হইতেছেন।

কৃষ্ণনগরে বারোয়ারি হইতে এক্ষণ আরম্ভ হইল এবং ক্রমান্বয়ে এখানে অনেক গুলি বারোয়ারি হইয়া আষঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এখানে এ আমোদ প্রবাহ প্রবাহিত হইবে। এরূপ সমুদয় উৎসব অনেক বিষয়ে অনিষ্টকর হইয়াও কোন কোন বিষয়ে সামাজিক উন্নতি করে। লোকে নিরন্তর সংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিরক্ত ও নিরস হইয়া উঠে। জীবনকে সজীব করিতে মাঝে মাঝে আমোদ আহ্লাদের প্রয়োজন করে অধিকন্তু এই উপলক্ষ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের কতকউন্নতি হয় ও গায়ক প্রভৃতি দিগের কিছু উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয় কিন্তু টাকাগুলি বারোয়ারিতে পর্য্যবসিত না করিয়া এরূপ কোন কাজে নিযুক্ত করিলে কি হয় না যাহাতে অর্থের ব্যবহার ইহা অপেক্ষা সত হয়? ফরিদপুরে, কমিল্লায় অনেক গুলি সুশিক্ষিত যুবকেরা একটী একটী মেসার সৃষ্টি করিয়াছেন কৃষ্ণনগরের যুবকেরা কেন ঐরূপ কোন সদানুষ্ঠানের যত্ন পান না। আমরা শুনিয়াছি এই বারোয়ারিতে সে স্থলের উচ্চ শ্রেণীস্থ কৃত বিদ্যগণ অর্থ দিয়া থাকেন এবং উহাতে তাহাদের বিশেষ প্রভুত্ব আছে।

বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর লোকেই সরগ্রে সাহেবকে যথোচিত সম্মান করিয়াছেন। কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান এসোশিযেসনে বাঙ্গালিরা এক সভ করিয়া তাহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। মুসলমানেরা ও একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন টকা ও অন্যান্য স্থান হইতে তাহার প্রতি যথাচিত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা সুচক অভিনন্দন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। কলিকাতায় সিবিলিয়ান গণ তাহার সম্মানার্থে একটী ভোজ দেন। আমরা শুনিলাম ভোজের আয়োজনের অনেক ত্রুটী হয়। খাদ্য দ্রব্য যথোচিত পরিপাটী হইয়াছিল না নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অনেকে বসিবার আসন প্রাপ্ত হন না, গ্রীষ্ম হওয়াতে বায়ু ব্যজন করিতে যাওয়ায় অনেক অলোক নির্ব্বান হইয়া যায়। এই উপলক্ষ্য যে বক্তৃতাটী হয় তাহাও তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই যাহাহউক ইহাতে সিবিলিয়ান গণের গ্রে সাহেবকে করিয়া ভক্তির কিছু মাত্র লাঘব দেখাইতেছে না তবে ইংরাজ দিগের বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজ দিগের পক্ষে এরূপ আয়োজনের ত্রুটী হওয়া আশ্চার্য্যের বিষয়। সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গ্রে সাহেব সম্মানিত হওয়ায় এটী স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তিনি রাজ শাসন পক্ষে যে সমুদয় কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার সকল গুলিই না হউক অনেকেই লোকের নিকট প্রীতিকর সুতরাং দেশের পক্ষে হিতকর হইয়াছিল। আমরা ভরসা করি লর্ড মেও এবিষয়টী অনুধাবন পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

হাঁসখালি ও রাণাঘাটের খিয়া ঘাটের নিমিত্ত লোকে বিস্তর কষ্ট হয়। এখানে গো শকট ও মানুষ এক নৌকায় পার হয়, ইহার নিমিত্ত সতন্ত্র বন্দবস্ত নাই সুতরাং পার হইতে অনেক বিলম্ব লাগে এবং বর্ষাকালে অনেক সময় কেবল বৃষ্টিতে কষ্ট নয় ঝটীকয় বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। নৌকায় পার হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকে অনেক বার ট্রেন হারাইয়া থাকেন এবং কেজানে এই ট্রেন হারাইয়া কত লোকের কত ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইয়াছে! এই দুই ঘাটে দুইটী সেতু নির্ম্মাণার্থে একবার আমরা প্রস্তাব করি আমরা আবার এবিষয় আমাদের কমিশনার সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিতেছি। সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যদি ওখানে টোল বসান যায় তবে বিস্তর টাকা উঠিবে। এক্ষণ ঘোড়গাড়ী এ পার আসিতে পারেনা বলিয়া উহায় টোল আদায় হয় না। সেতু নির্ম্মাণ হইলে উহা কর্ত্তৃক বিস্তর টোল সংগৃহীত হইবে। যদি মানুষের প্রতি এক পয়সা করিয়া টোল লওয়া হয় তাহা হইলেও লোকে সন্তোষ চিত্তে উহা প্রদান হইবে।

নড়ালের জামদারি ক্রমে অংশ হইয়া পাঁচ অংশ হইয়াছে। সম্প্রতি বাবু রাধাচরণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার অংশ তাহার পুত্র দ্বয়ের হস্ত গত হইয়াছে তাহারা যদি পৃথক হন তবে উহার আরএকটী অংশ বাড়িবে। জমিদারির যত অংশ হয় তত উহার মূল্য কমে। ইংলণ্ডে যে নিয়ম আছে জ্যেষ্ঠ পুত্র সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হইবে তাহার এক বিশেষ গুণ যে আমাদের দেশের ন্যায় বৃহত জমিদারি খণ্ড খণ্ড হইয়া সামান্যাকার প্রাপ্ত হয় না। নড়ালের বাবুরা এই দোষের সংশোধন করিবার নিমিত্ত সাধারণ হইতে একজন মেনেজর নিযুক্ত করিতেছেন। মেজ নামক একজন সাহেব কে তাহারা এই পদে মনোনীত করিতেছেন এবং সম্ভবতঃ তাহার বেতন হাজার টাকা হইবে। বাবুরা কেবল কিছু কিছু মাসোয়ারা লইবেন এবং সমুদয় সম্পত্তি মেজ সাহেবের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন থাকিবে। তাহারা এই বন্দবস্ত প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একবারে আবদ্ধ থাকিবেন এবং যাহা কর্ত্তৃক এই বন্দবস্তের অন্যথাচরণ হইবে তিনি কোন গুরুতর দণ্ডে দণ্ডী থাকিবেন। এরূপ বন্দবস্তের অনেক গুণ আছে। ইহাতে এক্ষণ অপেক্ষা বাবু দিগের বিস্তর কম ব্যয় পড়িবে। পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা অনেক লাঘব হইবে কিন্তু জামদারেরা বিষয় নিজ চক্ষে না দেখিয়া অপরের হস্তে দিলে প্রজার প্রতি নিষ্পীড়ন হয় এবং অনেক সময় জমিদারির উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। বাবুরা ষ্টিফন সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন না কেন? তবে মেজ সাহেবকে আমরা জানি তিনিও ভারি ভদ্র সত্য প্রিয় ও কর্ম্মদক্ষ বটে।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

বাঙ্গলা শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ের কর্ত্তন॥

আমরা গত সপ্তাহের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের ব্যয় হইতে বর্ত্তমান বৎসরের বজেটে দেড় লক্ষ কর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত ব্যয় কর্ত্তন দ্বারা যে সাধারণর বিশেষ অপকার করা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য; এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও উহা উচিত হয় নাই। আমাদিগের বক্তব্যের পূর্ব্বে নিম্নে আমরা গত৭বৎসরের একটী তালিকা দিতেছিঃ-

সন	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	গবর্ণমেণ্টের ব্যয় টাকা
১৮৬৪	১৬৯০	৮০৮৪	১১২৩৭৩৪
৬৫	২২৭৩	১০৩০৭৬	১২৫৫৬৩৭
৬৬	২৫৬১	১১৩৮৬২	১২৪৮৬৯০
৬৭	২৯০৮	১২১৪৮০	১৩৮৫৭৬২
৬৮	৩৪১১	১৪৫১৭২	১৬৫৯৪২৬
৬৯	৩৯৮৫	১৬২৬৭৪	১৭৫৪৯৯০
৭০	৪১৮৭	১৭০৭১৩	১৮৪২৪৩৯

উপরের লিখিত তালিকাতেই দৃষ্ট হইবে যে বিগত কয়েক বৎসরে যেমন গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে, বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যারও সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৬৪ সনের গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অপেক্ষা ১৮৭০ সনে যেমন ৭১৮৬৯৫ টাকা অধিক হইয়াছে, সেই রূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪৯৭টী এবং ছাত্র সংখ্যা ৯০৬২৯টী বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথবা ব্যয়ের সংখ্যা গড়ে যেমন ১১৯৭৮২৸৹ টাকা বাড়িয়াছে, তেমনি স্কুলের সংখ্যা ৪১৭ ও ছাত্র সংখ্যা ১৫০৭২ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের অপ্রতুলের সময় সত্য। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিভাগ হইতেও ব্যয় কর্ত্তন করিতেছেন ইহাও সত্য। তথাপি আজিও অন্যান্য বিভাগে এত অপব্যয় আছে যে তাহা খর্ব্ব করিলে, গবর্ণমেণ্টের কিংবা সাধারণের বিশেষ ক্ষতি নাই। অন্যান্য বিভাগের অপব্যয় প্রদর্শন আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে কোন তর্ক করিতে চাহি না। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে অন্যায় রূপে অন্যান্য বিভাগে ব্যয় কর্ত্তন করিয়াও শিক্ষা বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি করা অন্ততঃ যাহা আছে তাহা বজায় রাখা অনুচিত নহে॥ দেশে শিক্ষার বাহুল্য হইলে কেবল যে দেশীয় লোকের উপকার তাহা নহে; প্রধান উপকার গবর্ণমেণ্টের।

ইংরাজেরা এ দেশে নানা প্রকার সুখ সৌকর্য্যের বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিলে কোনটীই স্বার্থশূন্য নহে। এক এশীয় দিগকে বিদ্যা দান করাই নিঃস্বার্থ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরব স্থল। ভূমণ্ডলে সভ্য দেশ মাত্রেই গবর্ণমেণ্ট সাধারণ বিদ্যা ব্যাপনের নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কেন তাহার অন্যায়াচরণ করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে শিক্ষা বিভাগ ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া এক্ষণ যে সহসা সংক্ষেপ করিতেছেন ইহাতে যে কেবল গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থিত চিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে। এতদ্দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বর্ত্তমান স্কুল গুলির যে হানি হইবেনা কে বলিতে পারে?

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া দেশকে যত দূর উন্নত করিয়া ছিলেন এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, যে আর কএক বৎসর পরে সে উন্নতির অধোগতি হইবে। কেবল যে নূতন স্কুল স্থাপিত হইবে না এরূপ নহে। বর্ত্তমান স্কুল গুলি যে সকল অব্যাহত থাকিবে সে বিষয়ে আমাদের অত্যল্প বিশ্বাস আছে।

এরূপ আশংঙ্কার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের এই দেড় লক্ষ টাকা কর্ত্তন করার দরুণ শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান আবশ্যকীয় কোন কোন ব্যয় লঘু করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্তে এ দেশীয় ব্যক্তিরা যে শিক্ষা বিষয়ে দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন অনেকাংশে তাহার ও স্রোতঃ বন্ধ হইবে। আমরা উপরে যে তালিকা দিয়াছি তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ধরা হইয়াছে। উহাতে দৃষ্ট হইবে যে যদিও ১৮৬৪ সাল অপেক্ষা ১৮৭০ সালেগবর্ণমেণ্টেরব্যয় অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যয় ১৮৬৪ সালে ১৩৸৴১ ছিল ১৮৭০ সালে ১০৸৪ হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে স্থানীয় আয় বর্দ্ধিত হওয়াতেই গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ভারের লাঘব হইয়াছে।

শুদ্ধ এই নয়। এই কয়েক বৎসরে যেমন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তেমনি অধ্যাপক প্রভৃতি নিযুক্ত হওয়াতে অনেক স্কুলের শিক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আবার উপরের লিখিত তালিকের ব্যয়ের মধ্যে কলেজ ও গবর্ণমেণ্টের স্কুলের ব্যয় বাদে গ্রাম্য স্কুল সমূহের ছাত্র দিগের প্রতি ব্যয় অত্যন্ত কম পড়িয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। গত সনই বৎসরের প্রায় মধ্য ভাগ হইতে নূতন সাহায্য দান বন্দ হওয়াতে উন্নতির পথ অনেকাংশে অপ্রশস্ত হইয়াছে॥ ইহার উপরে ১।০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে যে কত দূর অনিষ্ট হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান শাসন প্রণালী।

পাঁচ বৎসর অন্তর বাঙ্গলার গবর্ণরের পদে নূতন রাজ পুরুষ নিযুক্ত না হইয়া যদি দীর্ঘকাল অন্তর এই রূপ পরিবর্ত্তন হইত তাহা হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গল অমঙ্গল দুই হইবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব এখানে যাবজ্জীবন রাজত্ব করিলে সম্ভবতঃ এত দিন আমরা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম। বাঙ্গলার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর আমাদের এক রূপ বিধাতা পুরুষ। সুতরাং পাঁচ বৎসর অন্তর যখন এদেশে নূতন গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন তখন আমাদের আতঙ্ক হয় না জানি বিধাতা এবার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্যাম্পেল বাহাদুর গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইলেন॥ তাহার সম্বন্ধে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা তাহার সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি যাহাতে আমাদের অনেক সময় ভয়ের উদ্রেক করিয়াছে। ফল তিনি ভালই হউন আর মন্দই হউন আমাদের পাঁচ বৎসর সুখে কি দুঃখে কাটাইতে হইবে। তবে আমাদের প্রেসিডেন্সি ডিবিশনের কমিশনার তাঁহার ভ্রাতা, ইনি যে রূপ সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লোক যদি লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সম্পূর্ণ না হইয়া কতকাংশে ইহার তুল্য যে গ হয়েন তাহা হইলে আমরা অনেক সুখের প্রত্যাশা করিতে পারি গবর্ণর ক্যাম্বেল বাহাদুর নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নন। তিনি এ কাল পর্য্যন্ত যেখানে যখন যে কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন সেখানে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা আর কিছু প্রমাণ না হউক একটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে তিনি ভারতবর্ষকে তাচ্ছল্য করেন না। অনেকের সন্দেহ ছিল এবং এক্ষণে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, তিনি কিছু এক গুঁয়ে, যাহা ধরেন তাহা ছাড়েন না, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্বন্দে তিনি তাঁহার যেরূপ মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। গ্রে সাহেব যখন দেশে রাজ শাসন ভার প্রাপ্ত হয়েন তখন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির বিপর্য্যয় দ্বারা বাঙ্গালা বিশৃঙ্খল হয়। কিন্তু যদি বাঙ্গলার রাজ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কখন কোন রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তবে সে এই সময়। লড মেও চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উচ্চতর শিক্ষা, স্থানীয় কর প্রভৃতির দ্বারা দেশের উন্নতির মূলে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ষ্টীফেন সাহেব সিভিল ম্যারেজ বিল, কোর্ট বিল, এবং ফৌজদারী বিচার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগকে সশঙ্কিত করিতেছেন। আবার টেম্পেল সাহেব না জানি কি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। যত গুলি নূতন শাসন প্রণালী পরি

বর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে ইহার অনেক গুলি বাঙ্গালার উদ্দেশ্যে ; সুতরাং উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপর্য্যয় হইতে বাঙ্গালা রক্ষা করা যদি গ্রে সাহেবের পক্ষে বাহাদুরির কাজ হইয়া থাকে তবে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রভৃতি সম্বন্দে যে সমুদয় অনিষ্টকর শাসন প্রণালী দেশে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে তাহা হইতে বাঙ্গালাকে রক্ষা করা শ্রীযুক্ত ক্যাম্পেল সাহেবের পক্ষে বীরের কাজ হইবে এবং তিনি যে রূপ সুবোধ, বুদ্ধিমান, বিদ্যান, ও নিরপক্ষ তাহাতে তাঁহা হইতে আমরা ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্বন্দে তাঁহার মত তিনি এক রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনি যদি প্রকৃত এক গুঁয়ে হন তাহা হইলে কখনই তিনি ইহার বিপক্ষ আচরণ করিবেন না। চির স্থায়ী বন্দবস্তের স্বপক্ষ হইলে স্থানীয় করের বিপক্ষ তাহার হইতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটরী যে রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে এসম্বন্ধে আমরা এক রূপ নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু লডমেও শাসন কৌশল ও ভয়ানক। তিনি উচ্চতর শিক্ষা হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতেছেন। বাঙ্গলার শিক্ষা সম্বন্ধে বৎসর লক্ষ টাকার কর্ত্তন মুঞ্জুর করিয়া আর না হউক দশ সহস্র বালককে অজ্ঞানাধারে বিসর্জ্জন করিলেন। ষ্টীফেন সাহেবের আইন গুলি অতিশয় তীক্ষ্ণ অস্ত্র। যাহারা ইহার পরিচালন করিবেন তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণে ও স্বতর্ক না করিল দেশের মধ্যে অরাজক হইবার সম্ভবনা। টেম্পেল সাহেব কল্য আমাদিগের ভাগ্য প্রকাশ করিবেন। তিনি আবার দেশে এ বৎসর কোন রাক্ষসীকে প্রবেশ করান তাহা আমরা এক্ষণও অনুভব করিতে পারিতেছি না। এবৎসর ইনকম ট্যাকস, লবণের শুল্ক বৃদ্ধি, আবার শুনিতেছি তামাকের উপর শুল্ক বসিবার প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন হইতেছে। লবণের উপর শুল্ক বাড়িবার অতি অল্প সম্ভব। ইনকম ট্যাকস ও তামাকের উপর কর কি কজ্জ ইহারি তিনের এক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তামাকের কর সম্বন্ধে আমাদের মত ক্রমে প্রকাশ করিতেছি। আমরা ইনকম ট্যাকসের সপক্ষ। প্রেসিডেন্সি ডিবিশনের কমিশনার শ্রীযুক্ত ক্যাম্পেল সাহেবের এই মত। তিনি বুঝিয়াছেন যে ইনকম ট্যাকস সম্বন্ধে যত গোল যোগ হইতেছে তাহার মুল ইংরাজেরা। ক্যাম্পেল সাহেব শুদ্ধ কমিশনার গণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নন। তাঁহার ন্যায় সকল বিষয়ে সমান ক্ষমতাবান রাজ পুরুষ দেশে বিরল। অতএব তাঁহার ট্যাকস সম্বন্ধে যে রূপ অভিপ্রায় সেটী দেশের পক্ষে কল্যাণ কর হওয়ার অধিক সম্ভব। আমরা দেশের প্রধান কয়েকটী রাজনৈতিক গোলযোগের বিষয় আমাদিগের নবাগত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের গোচরার্থে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় ভাগ্যবান নন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এক জন স্বতন্ত্র গবর্ণর দ্বারা শাসিত হয়; বাঙ্গালার কর্ত্তা সকলেই। এখানে ষ্টেট সেক্রটারি হইতে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর পর্য্যন্ত সকলেই আধিপত্য করিতে যত্ন করেন। আমাদিগের এ অঞ্চলটী দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহাদিগকে শাসন করিবার সুখের নিমিত্তই হউক বা ইহাদিগের উন্নতি দেখিয়া ইহাদের প্রতি কতক সন্নিগ্ধ হওয়াতেই বাঙ্গালার শাসন ভার এক জনের হস্তে রক্ষা দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না তন্নমিত্তে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় বাঙ্গলাতে স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত হইতেছে না। এক জনের হাতে না গিয়া তিন জনের শাসনাধীন থাকিলে রাজ নৈতিক অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বিসম্বাদ না হইলে কোন সত্য নির্ম্মল হয় না এবং নির্ম্মল সত্য ভিন্ন কোন বিষয়ের প্রকৃত উন্নতি হয় না। কিন্তু বিসম্বাদ সমকক্ষ ব্যক্তি দিগের মধ্যে না হইলে বিসম্বাদের ফল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনারেল ও ষ্টেট সেক্রেটারী ইহার মধ্যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও পরিমিত ক্ষমতা সম্পন্ন। এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্দ। আমরা জানি ক্যাম্বেল সাহেবের ও লডমেওর সঙ্গে অনৈক্য হইলে, গ্রে সাহেবের ন্যায় গ্লানি গ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাহার বীরত্ব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আস্থা আছে। তিনিই বাঙ্গলার প্রকৃত হিত চেষ্টা করিলে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলার ৪ কোটী লোক কায়মন বাক্যে যোগ দিবেন। বাঙ্গলায় এক্ষণে সম্বাদ পত্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এবং দেশীয় সম্বাদপত্র কতক পদস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারাও তাহার সঙ্গে যোগ দিবে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা তাঁহার ন্যায্য সত্যানুষ্ঠানের সপক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন। ক্যাম্বেল সাহেব ইংলণ্ডে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেখানে নিতান্ত নগণ্য অবস্থায় ছিলেন না। সুতরাং সেখানে তাহার একটী দল আছে যাহারাও তাহার অনুষ্ঠানের সাহায়তা করিবেন। অতএব লডমেও স্বেচ্ছাচারি হইয়াও ক্যাম্বেল সাহেবকে অনায়াসে অবহেলা করিতে পারিবেন না। আমাদিগের নূতন গবর্ণর সম্বন্ধে আমরা একটী নূতন সুবিধা উপলব্ধি করিতেছি। অন্যান্য লেফটেনেণ্ট গবর্ণরগণের যত গুণই থ কুক ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়া এক না এক কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। ক্যাম্বেল সাহেব দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে স্বাধীন বায়ু সেবন করিয়া অনেক নির্ম্মল হইয়া থাকিবেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্দে অন্যান্য গবর্ণর অপেক্ষা কম জানেন না, অথচ ইংলণ্ডের স্বাধীন ভাবাপন্ন হইয়া আসিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা যদি অনেক মঙ্গলের প্রত্যাশা করি তবে নিতান্ত দুরাশা হয় না।

(COMMUNICATED)

THE (PROPOSED) DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COMMERCE.

It is with infinite satisfaction that we hail the announcement, as set forth at considerable length in the elaborate Despatches of the Government of India and Secretary of State, dated respectivcly the 6th April 1860 and the 22nd September 1860, published in the official gazette, that a Department of Agriculture and commerce is about to be created. The recognization by the Government of this 'desideratum,' which has existed eversince the advent of our empire in the East evinces at least that "the powers that be" whatever may be their manifold short comings in financial affairs, are alive to the requirements of India, and ready and willing to supply them. This country, which is essentially an agricultural one, above all things needs a separate Department of State to devote its exclusive care and attention to the productive resources of India, which are vast. Enjoying a soil of peculiar fertility, with manual labour comparatively cheap, immense progress in agriculture is very easily attainable, yet owing to the systematic carelessness and neglect of our Rulers, (for their spasmodic attempts to introduce improvements in agriculture can hardly be considered as producing any tangible results,) it has barely advanced at all since the British assumed the reins of the empire. No doubt this supineness on the part of Government, is attributable to their labouring under the delusion that, ever since the Parmanent Settlement was introduced in Bengal by Lord Cornwallis in the last century, the Zeminders might be safely entrusted to carry out agricul-

tural improvements as they would be benefited thereby. But, the said Zemindars were not then, as a rule in affluent circumstances, and were obliged generally, in order to clear the jungle in their estates, to farm out large portions of their lands to permanent lease-holders at very trifling rents, and these tenures for the most part form the putuneetaluks created by Reg. VIII of 1819, which legislative enactment was principally passed to secure such holdings made by the most wealthy and influential of the Zemindars of Bengal, the Maharaja of Burdwan. Besides, the Zemindars at that distant period were not enlightened enough to adequately appreciate the advantages of agricultural improvement, or sufficiently educated to be able to introduce a more approved system of agriculture than the prevailing primitive but sound one. And, although it is true that the Zemindars of the present day, (few only of whom are the decendandants of the old race with whom the Parmanent Settlement was concluded,) are able to understand somewhat the obvious advantages arising from an improved mode of agriculture, yet as they find themselves for the most part hardly in any way personally interested in the increase of the productiveness of their lands, or in the introduction of more renumerative cereals, etc. they are naturally loath to incur expense or trouble in trying experiments. Thus we find the landholders so little interested in agriculture; and, it is therefore a source of no small satisfaction that Government have at last awakened to the necessity of taking action in the matter. All honor to Lord Mayo for having taken the initiative in the matter.

Closely allied to agriculture is commerce, and this subject deserves as much attention to it. The reason why commerce of India has not flourished to the extent it ought to have done, is simply owing to its being hampered with heavy export duties. Let all export duties be considerably reduced, and the import duties sensibly enhanced and then the material well-being of India will be assured. Doubtless such a course would be strongly opposed by interested parties at Home, but the Government ought not to shape their measures conformably to the interest of the English in England, but the Europeans and Natives of India.

At present we must content ourselves with this brief notice of the projected new Department, but we hope at some future time to return to the consideration and discussion of the subject.

Says a European correspondent of the DAILY EXAMINER, a resident of Jessore " our judge Mr Lawford has gone away for a year on forlough amid general rejoicing from the Natives with whom he was very unpopular" A correspondent also sends to us a strong article against the same gentleman, which we decline to publish not only on account of its extreme length, we have no mind to attack one who is for a year at least dead to us. Mr Lawford loves Jessore, not its people, and his most earnest wish is to stay here for ever, if Pluto would allow him, as a civil and Sessions judge. The people however will make a struggle to disappoint him.

Mr Temple delivers his Financial statement to morrow. We are sorry we shall not be able to give a summary of it before next week. That he reduces the Income tax there is very little doubt, but whether he proposes an increase of duty upon salt or a loan it is useless to speculate now. If Mr Temple increases the duty upon salt to reduce the Income tax, we shall be very sorry indeed. Sorry for the poor who already pay an enormous land tax, the enormity of which can scarcely be appreciated by those who do not reside in the Muffussil, and sorry for them because they are already forced to purchase a necessary at a loss of 800 per cent. The rich however in this country contribute very little to the State and the wealthiest pay absolutely nothing and justice requires that each should contribute according to his means. To those who condemn the Income tax we beg to put these two simple questions are not the Europeans the wealthiest class and how are they to be taxed according to their means? This can alone be done by an Income tax. It is true to tax the Europeans we must not create a permanent source of irritaton to the whole nation, but of all tax the Income tax sits most heavily upon the Europeans and most lightly upon the Natives of the soil. The Enropeans understand it but we are sorry our countrymen don't. When last year the Financial Statement was first made known, the English Press got furious, and said all manner of things against Government. Amongst others we shall quote here what the BOMBAY GAZETEE said immediately after the announcement:—

AN INCOME TAX OF THREE AND ONE-EIGHTH PER CENT !—Such is the salient feature of the Temple Budget. Another plunge into the pockets of the ruling race; another *reward* for faithful service; another covert, underhand, humiliating reduction of salaries; another breach of faith ! This is the kind of punishment administered to his subjects by the just, able, strong-minded, resolute, " independent " Lord Mayo. He and his colleagues know where there is money, they want it to pay for the extravagances and follies of Government, and they make a plunge at it; just as a native ruler, in the " good old times" raised a revenue to support his profligacy by any and every means. * *

But if there is any spirit left in the European community they will resist, by all means in their power, this fresh *attempt to* seize en *their property.*

* *

In the heat of the moment the writer of the above spoke what was the real feeling of the Europeans as regards this tax. It was latterly that the Europeans adopted the policy of condemning the tax on the ground that it was hateful to the people of the country. They perecived that Government did not much care for their discontent. It was not their interest to be disaffected, and they well knew that their loyalty might have been still more sorely tried. They well knew that there was no great weight in the ravings of interested men, and the best policy for them was to be dis-interested advocates of Native rights. As our advocates we welcomed them, but it was not necessary to believe what they, said. But our counteymen believed them and was led to think that the Income tax was really a great evil, and the result of this infatuation will assuredly be a transfer of burden from the shoulders of Europeans to that of ours.

EXTRACT

TO THE EDITOR OF THE PANDIT,

SIR.

'Bless them that curse thee'—this divine precept is still believed by thousands of educated Christians and even perhaps by some of my own countrymen to have been first taught by Jesus Christ. There may possibly be some even among the readers of your valuable Journal labouring under this delusion, for the removal of which it seems worth whil to give prominence to the following verse from Manu;—

ন ক্রুধ্যন্তং প্রতিক্রুধ্যে দাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।

Chup. VI SI. 48.

Though the verse is not new to European Sanskritists it has not, 1 believe, been carefully compared with the above Biblical teaching, nor their striking correspondence noticed. Sir William Jones, for instance renders the latter clause thus wrongly— Abused, let him speak mildly.' Now, there are two

distinct words of the same orthography—

কুশল,

the one, an objective, meaning 'skilful,' and the other, a substantive, signifying 'blessing.' The word, as used here, is dubtlessly not the objective, but the substantive, which can neither be used adverbially nor rendered 'mildly.' The phrase

কুশলং বদেৎ

is, in fact, equivalent to

আশিষং বদেৎ or আশীর্ব্বাদং কুর্য্যাৎ

(He shall utter a benediction.) Further I should think that the English word 'curse' is a corrupted or cognate form, as European philologists would call it, of the Sanskrit root

ক্রুশ

from which the participle

আক্রুষ্ট

is formed, Hence the clause in question ought to be translated—' When cursed, he shall utter a blessing, or *benediction, towards, the offender*. So strong is the belief of zealous Missionaries that meekness and forgiveness are exclusively Christian, that one cannot persist too much in controverting it, and the following quotation from the Mahabharata may scarcely be deemed a tautology.—

অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ
যো নাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তুং চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।

(Udyoga parva, Chap. 26, Sl. 11.)

"He who does not speak, nor incites another to speak reproachful words, who, when struck, strikes not in his mind to strike the evil-doer—the gods long for the advent of such a man."

Professor Max Muller does not venture to give the Brahmans the credit of a full perception of that fundamental maxim of morality.–'Do you unto others as ye would that others should do to you.' He says "The Brahmans too had *a distant* perception of the same truth which is expressed, for instance, in the Hitopadesa in the following werds:—Good people show mercy unto all beings considering how like they are to themselves." *Chip from a German Workshop* Vol I. p. 312. I should therefore call the Porfessor's attention to. the following from the Mahabharata.

শ্রূয়তাং ধর্ম্ম সর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ'পাবধার্য্যতাম।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥

'Hear the sum-total of duties and having heard, bear it in mind'—Thou shalt (lit. he shall) not do to others what is disagreeable to thyself,

It has the advantage of brevity over the Biblical sentence, expressing at the same time the entire sense though in the negative form.

অচিন্তিত রাজকার্য্য।

আমরা রেবারেণ্ট লাং সাহেবের সংকলিত এক খানি বাঙ্গলা গ্রন্থে একটী গল্প পড়ি যে এক জন এক জোড়চর্ম্ম পাদুকা বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়া ঘোষণা দেয় যে তাহার নির্ম্মিত পাদুকা সকলের পায় লাগিবে। অচিন্তিত কর্ম্মচারি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আইনটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেটীও কতক এ রকমের। ২৫ বৎসরের অধিক বয়সে কেহ অচিন্তিত রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আবার ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার বিধি নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমাপ্ত করিতে যদি এণ্ট্রেন্সশিপ পর্য্যন্ত ধরা যায় তবে ২৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় বেড় পায় না। এমীও বিএল, এম এ পরীক্ষা দিতে ২২ বৎসর অতি বাহিত হয়। কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র সংসারের কোন ভাবই অবগত থাকেন না সুতরাং শিক্ষা বিভাগ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহারা কালেজ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র কর্ম্ম পান না। তাহাদের মুন্সফী পদাকাংক্ষী হইলে কিছু দিন আদালতে ওকালতী করিতে হয় এবং রেজেষ্টরি আফিসে নাম রেজিষ্টর করিয়া রাখা আবশ্যক। এই নামাবলীর মধ্যে যাহাদের নাম উপরে থাকে তাহারাই পড়তা মত মুন্সফী পদে নিযুক্ত হন। এক্ষণ বৎসর২ এক শত দেড় শত লা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। ইহারা সকলেই প্রায় মুন্সফীর নিমিত্ত নাম রেজিষ্টর করিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি শীঘ্র মুন্সফী পদ পান তাহারও চারি পাচ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু এই অপেক্ষা করিতে করিতে ২৫ বৎসরের অধিক বয়স হইয়া পড়ে সুতরাং বিএল দিগের মুন্সফ হওয়ার পক্ষে এক্ষন সম্পূর্ণ অসম্ভব। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার গণেরও এক্ষন পুর্ব্বের মত আদর নাই। অনেকের তিন চারি বৎসর অপেক্ষাকরিয়া যদি দুইএক স্থলে কোন একটী একটিং জুঠে। অতএব গবর্ণমেণ্ট এদেশে যে তিনটী ব্যবসায় শিক্ষা দেন তাহার তিনটীর উন্নতির পথে এই বিধিতে কন্টকাকীর্ণ করিতেছে। বিএল এম এ পরীক্ষা পাশ করিয়া যদি কোন সামান্য কর্ম্মে প্রবেশ করেন তবে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া যুবকেরা সম্ভবতঃ দুটী একটি কাজ পাইতে পারেন, কিন্তু এত কালের পরিশ্রম, অর্থ বায় আশা, ভরশা সমূদয় শেষে কুড়ি পচিশ টাকায় জলাঞ্জলি দেওয়া নিতান্ত নিদারুণ কাজ। ফল যেরূপ নিয়ম হইল ইহাতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র গণের পক্ষে অচিন্তিত উচ্চ পদ সমুদয়ে আরূঢ় হইবার সম্ভাবনা এক কালীন যাইতে চলিল তবে এ সমুদয় কাজ কাহারা করিবে। গবর্ণমেণ্টের হয় নিম্ন শ্রেণীস্থ আমলা কি অন্য কোন উপায় কর্ত্তৃক এপদ গুলি মাঝে মাঝে পুর্ণ করিতে হইবে। লোকের গবর্ণমেণ্ট করিয়া আস্থা ক্রমে অনেক কমিয়া গিয়াছে। এ আইনটি বিধি বদ্ধ হইলেই লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছে যে সজাতী প্রতিপালনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এই রহস্য জনক আইনটি প্রচলিত করিলেন ফল ইহা কর্ত্তৃক এদেশীয় গণের রাজ কার্য্যে প্রবেশের যেরূপ প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে তাহাতে এরূপ অমুলক কল্পনা তাহাদিগের কর্ত্তৃক হওয়ার বিচিত্র নাই। এক্ষণ ওকালতী কি ডাক্তারি ব্যবসায়ে পূর্ব্বের মত উপার্জ্জন নাই সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহাদের পদ প্রাপ্তির সুবিধার লোপ হইলে আর কেহ উহাতে প্রবেশের আগ্রহ দেখাইবে না। ইঞ্জিনিয়ার গণের গবর্ণমেণ্ট বই গতি নাই সুতরাং তাহারাও এক কালে হতাশ হইয় পড়িবেন। শিক্ষা বিভাগের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে এক্ষণ অনেক বিএ, প্রভৃতি প্রবেশ করিতেছেন। তাহার এখানে কিছু শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন স্কূলের শিক্ষকতা কি ডেপুটি ইনেস্পেকটরি পদ পাওয়ার প্রত্যাশা করিতেন। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য নন সুতরাং ইহাদের আর সে আশা থাকিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে এনিয়মটি নিতান্ত স্বেচ্ছাচারি হইয়া বিধি বদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাহা বলি না। কাহাকে কোন উচ্চ বেতনের কাজ যাবজ্জীবন করিতে দিলে অনেক সুযোগ্য ব্যক্তির অন্নচ্যুত করিতে সুদ্ধ হয় না তিনি অপটু অবস্থাপন্ন হইয়া সুচারু পূর্ব্বক কাজ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না সুতরাং তাহার স্থলে কোন সুযোগ্য যুবক নিযুক্ত হইলে রাজ্যের সাধারণ সম্পত্তি ব্যক্তি বিবেচনায় যেরূপ বণ্টনহয় রাজ্যেরও তদ কর্ত্তৃক বিশেষ উপকার হয়। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য নিযুক্ত থাকিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। ৩০ বৎসর ক্রমান্বয়ে রাজ কার্য্য করিলে পেনসন পাওয়ার নিয়ম হইয়াছে। দীর্ঘ কাল রাজ কার্য্য ব্যপৃত থাকিলে তাহাকে অবাশষ্ট অকর্ম্মন্য জীবন চালাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু ইহতে রাজ্য হইতে অনর্থক অর্থ না যায় অথচ কর্ম্মচারিরা পেনশনের অনুরোধে অপটু অবস্থায় রাজকার্য্য ব্যাপৃত না থাকেন এরূপ কোন একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য। যদি ৩০ বৎসর কাজ না করিয়া ২৫ বৎসরে পেনশন পাইবার নিয়ম থাকিত তবে রাজ্য হইতে এক্ষণ অপেক্ষা বিস্তর অর্থ এই নিমিত্ত ব্যায়িত হইত আবার ৩০ বৎসর পেনশনের সীমা না করিয়া যাদ ৩৫ বৎসর করা যাইত তবে অনেকের সম্ভবতঃ পেনশন পাইবার আশা থাকিত না। যাহাই হউক গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নিয়ম দ্বারা যে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমারা শুনিতেছি ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান এশোশিয়েশন এই নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আবেদন করিয়াছেন এবং আমরা ভরশা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়রা এবিষয়ে সুবিচার করিবেন।

মুল্যপ্রাপ্ত।

বাবু রঘূনাথ মৌস্তফি, বগুড়া, নোয়াখিলা, ৭৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যান্ত..... .... ৮

বাবু জগচ্চন্দ্র সেন, ধানপুড়া, ৭৭ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ৮

বাবু জগদীশ নাথ রায় বাসেশ্বর ৭৭ সালের শ্রাবণ পর্য্যান্ত ৮

বাবু কুমোদ প্রসাদ সেন, সেরপুর, ৭৬ সালের বৈশাখ পর্য্যান্ত ...., ..., ... ১০

বাবু দিন নাথ মুখোপাধ্যায়, চর খন্দবিলা, ৭৭ সালের মাঘ............ ... . ৬

বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু, বহড়ু, মজিলপুর, ৭৮ সালে আশ্বিন.......... ... . ৮

বাবু হরিশ চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা, ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত ৬

—এদেশীয় হিন্দু যুবা দিগের ইংলণ্ডে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য জুনাগড়ে যে টাকা তুলা হয় তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা দিয়া লণ্ডনে হর কেশোর মহা দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইবে ॥

—লক্ষ্নৌ টাইমস বলেন তত্রস্থ যে ছাত্র কলিকাতা গত বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে তাহাকে চিফ কমিসনার এক শত টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন এবং যাহারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরুস্কার করিয়াছেন ॥

—এদেশে ভারি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ॥ এবৎসর শিত কালে এক কালে বিন্দুপাত হয় না সুতরাং ক্ষেত্র সমুদয় শুস্ক এবং জলাশয় সমুদয় জল শূন্য হইয়া যায় ॥ বৃষ্টি দ্বারা এ উভয়ের বিস্তর উপকার করিয়াছে বিশেষতঃ নীলের পক্ষে এবার ভারি উপকার হইল। তবে ইষ্টক নির্ম্মাণ পক্ষে বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে ॥ ইষ্টক নির্ম্মাণকারী কন্ট্রাকটর মাত্র এবার ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন ॥ ফেরিফণ্ড ও প্যাবলিক ওয়ার্কের বিস্তর ইষ্টক নষ্ট হইল ॥ আর সময় নাই যে এক্ষতির পূরণ করা যাইবে বিশেষতঃ কন্ট্রাকটরেরা একবার ক্ষতি দিলেন আবার ক্ষতি গ্রস্থ হইতে সাহস করিবেন না সুতরাং সাধারনের এবার পূর্ত্ত কার্য্যে বিষয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইবে ॥ গবর্ণমেনট ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে কি পারেন না ?

—যশোহরের হন্মের বিলে গোয়ালারা গোরু বিচরণ নিমিত্ত গোরু লইয়া গিয়াছিল ॥ সহসা বৃষ্টি ও ঝটিকা হইয়া বিস্তর গোরু মরিয়া গিয়াছে এবং অনেক গুলি নির্জীব প্রায় হওয়ায় গোয়ালারা তাহা বিতরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে ॥

—ব্রাহ্ম দিগের সঙ্গে২ খ্রীষ্টিয়ানারা মহা প্রভূচৈতন্যের স্বষ্ট সংকীর্ত্তন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করাইতে আরম্ভ করিয়াছে কিছুদিন হইল জনকয়েক খ্রীষ্টিয়ান মফস্বলে তাম্বু ফেলিয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে অবস্থিতি করেন। আমরা তাহাদের এক জনার মুখে শুনি যে কত কথা খ্রীষ্টিয়ান দিগের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে ॥ সম্প্রতি হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হইলাম যে লর্ড বিশপ, রেভারেণ্ড লঙ্গ ও অন্যান্য জন কয়েক সাহেব সঙ্গে করিয়া উত্তর পাড়ার বাবু জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কথোপকথন শুনিতে যান এবং তৎ শ্রবনে তিনি মোহিত হইয়া নিজ ধর্ম্মের প্রচারের একটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ॥

—লুশাইরা উইঞ্চেষ্টার নামক এক জন সাহেবের একটী কন্যা সন্তানকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাহার প্রতি অতিশয় যত্ন দেখাইতেছে। তাহারা তাহাকে বাহুর উপর করিয়া লইয়া বেড়ায় এবং আহারার্থ গুড় মাখা চাউল ভাজা খাইতে দেয় এবং প্রত্যহ একটী করিয়া ডিম দিয়া থাকে ॥

—নড়াইলের জমিদার বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার জন্য এক হাজার টাকা দিয়াছেন ॥

—আমরা বড় বাজারে এক দিন বেড়াইতে গিয়া একটী অত্যন্ত অত্যাচার দেখিলাম ॥ কোন এক জন মহাজনের চিনির থলিয়া গাড়ওয়ানেরা লইয়া যাইতেছিল ॥ পথের মধ্যে জন কয়েক মুজুর খোলের মধ্যে ছাঁদা করিয়া চিনি বাহির করিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে ২ ॥ ৩ সের চিনি বাহির করিয়া ফেলিল ॥ পথি মধ্যে দিনের বেলা এরূপ অনিষ্টাচরণ হয় অথচ ইহা নিবারণের কোন উপায় করা হয় না এটী ভারি আশ্চর্য্যের কথা ॥

—এক জন পত্র প্রেরক আমাদিগকে লিখিয়াছেন "আমি ইহার মধ্যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অনেক স্থলে কার্য্যানুরোধে ভ্রমন করি এবং কোন একটি বড় বাজার কি পল্লিতে গেলেই দেখি হয় বারোয়ারির ধুম অবসান হইতেছে অথবা উহার উদ্যোগ হইতেছে মহাশয় বারোয়ারি দ্বারা কোন উপকার হয় না এরূপ নয় তবে এটাকা গুলি দ্বারা কত মূর্খকে জ্ঞান দান, কত দরিদ্রকে অন্ন দান, কত বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদোদ্ধার করা যাইত ॥

—শান্তিপুরে ভারি চুরি হইতেছে এবং ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া এক জন লিখিয়াছেন যে "শান্তিপুরে তাতের ব্যবসায় সকল শ্রেণীর লোকেই করে ॥ লোকের জীবনোপায় তন্তুবায়ীর ব্যবসায়, যেবার দেশী কাপড় কম বিক্রয় হয় সেবার সেখানে অন্ন কষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে২ দুস্কর্ম্মের প্রাদুর্ভব দেখা যায়। বিলাতি কাপড়ের আমদানি হইয়া আমাদের অন্ন মারিল এবং সেই সঙ্গে রাজ্যে পোলিসের ব্যয়, ফৌজদারি আদালতের ব্যয়, ও জেলের ব্যয়, মনস্তাপ আত্ম নাদ, কলহ, অন্ন কষ্ট, এবং নানা বিধ মহা পাপ দেশে বৃদ্ধি করিল ॥

—আমরা শুনিলাম আর এক জন সিবিলিয়ান কর্ত্তৃ পক্ষের আজ্ঞা অবমাননা করায় সস্পেণ্ড হইয়াছেন।

—বীরভুমীর এক জন পোষ্ট মাষ্টারের নামে অনেক গুলি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হয়। বাবু দীন বন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর উহা তদারকের নিমিত্ত নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে গিয়া তাহার নিকট বহি চান। সে বলে যে আমি দফতরির নিকট উহা বাঁধাইতে দিয়াছি! এবং দুই দিন পরে বহি আনাইয়া দিতে অঙ্গিকার করে। দীনবন্ধু বাবু তাহাতে স্বীকৃত হন কিন্তু সেই দিন আগুণ লাগিয়া সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পোষ্টমাষ্টার বিচারের নিমিত্ত সেসনে অর্পিত হইয়াছেন। সে এক্ষণ হাজতে আছে।

—আমরা শুনিলাম হাইকোর্টের দুই জন বি এল বৎসর ডিএল পরীক্ষায় উপস্থিত হইতেছেন। এ পরীক্ষায় এপর্য্যন্ত এক জন উপস্থিত হন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবৎসর যাহারা পরীক্ষা দিতেছেন তাহারা উত্তীর্ন হইলে তাঁহারা নাকি হাইকোর্টের অরিজিনেল সাইতে প্রবেশের ক্ষমতা পাইবেন ॥

—যশোহর কোতয়ালি থানার মধ্যে মিশ্রী দিয়াড়া গ্রামে কোথা হইতে অনেক গুলি যাজবর আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ তাহারা ভিক্ষা উপজীবি এবং পুরুষেরা কোথা২ ঔষধ ব্যবস্থা ও করিয়া থাকে ॥ জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহারা নেপাল দেশীয় কিন্তু হিন্দুস্থানী কথা উত্তম বলে এবং দেখিতে বিশ্রী কৃষ্ণ বর্ণ ও কদাকার ॥ আমাদের বিবেচনায় পোলিসের তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ॥

—আমরা পূর্ব্বে যে ডাকাইতির বিষয় লিখি তাহা গ্রেপ্তার হইয়াছে ॥ আমরা যে বলি রাজা বরদা কণ্ঠ রায় বাহাদুরের সাহায্য লইলে পুলিশ চৌর গনকে ধৃত করিতে পারিবেন! প্রকৃতই তাহা হইয়াছে ॥ পোলিশ উক্ত রাজার সহায়তাতেই এই ডাকাইতি ধরিয়াছেন ॥ তাহারা যে টাকা অপহরণ করে তাহা পাওয়া গিয়াছে ॥

—সোমপ্রকাশ বলেন একজন ভ্রমণ কারী সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, যে সকল ফরাসী সৈন্য জর্ম্মনিতে বন্দীভূত আছে, তাহারা এত পরাজয়ে ভীত নহে ॥ তাহারা বলে, ভাল সেনাপতি ও যথেষ্ট আহার পাইলেই তাহারা শীঘ্র জর্ম্মণীর জ্ঞান জন্মাইয়া দিবে ॥ সমান সমান সংখ্যায় যুদ্ধ করিলে জর্ম্মণীয়েরা ফরাসীদিগের নিকটে জয়ী হইতে পারে না, এটী সকলের মত ॥

—উক্ত পত্রিকা বলেন বঙ্গ দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার জষ্টিস দিগের বিষয়ে এক খানি বিল অর্পিত হইয়াছে ॥ এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইতে হইলে, সভাপতি মফস্বলের জষ্টিস দিগকে আনয়ন করিয়া অভীষ্ট সাধন করিতেন ॥ নুতন বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যাহারা কলিকাতার বাহিরে থাকিবেন, তাঁহারা মিউনিসিপাল বিষয় হস্তার্পণ করিতে পারিবেন ॥ বিষ্ণুতেজে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারন করিয়া বিজয়ী হন, সেই তেজ গেল তিনিও বলহীন হইলেন ॥ হগ সাহেবের ভাগ্যে শীঘ্র সেই রূপ ঘটিবে ॥

—প্রয়াগ দূত বলেন গোয়া নগরের নুতন পোর্ত্তুগীস গবর্ণর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, দেশীয় লোকেরা কোন প্রকাশ্য স্থলে অর্দ্ধ উলঙ্গবেশে বা পাতলা কাপড় পরিয়া যাইলে দণ্ডিত হইবে। নবদ্বীপ শান্তিপুর বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে এবং কলিকাতায় এই প্রকার আজ্ঞা প্রচার হইলে ভাল হয় ॥ বেশ্যাদিগের ত কথাই নাই, ভদ্র কুলনারী এবং পুরুষেরা এপ্রকার পাতলা বস্ত্র পরিয়া গঙ্গাস্থানে এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করেন, যে তদ্দৃষ্টে দর্শকেরদের লজ্জা বোধ হয় ॥

—উক্ত পত্রিকা বলেন সম্প্রতি প্রিবি কৌন্সেলে একটী খাস আপীল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পায়, বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়েরও খাস আপীল প্রিবি কৌন্সেলে গ্রাহ্য হওয়ার নিয়ম আবশ্যক ॥ কোন প্রধান সদর আমীন দত্তক পুত্র ঘটিক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন ॥ আপীল আদালত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রদ করেন ॥ প্রিবি কৌন্সেলে ঐ মোকদ্দমার খাস আপীল হয় ॥ কৌন্সেলের বিচার পতিরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিই বহাল রাখিয়াছেন। এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার আইন ঘটিত কোন হেতু ছিল না ॥

প্রেরিত।

মহাশয়।

আপনার ৫ই ফাল্গুন তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় ডুলাই গ্রামে ব্যাঘ্রের ভয়ের ও অত্যাচারের সংবাদ হওয়ায় তদ্বারা যে কত দূর উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারি না। আমরা কখন ভাবিয়াছিলাম না যে, উহা দ্বারা এত দূর উপকার হইবে। উহাতে আমারদের আশার অতিরিক্ত ফল হইতেছে। এজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আপনার অমৃত বাজার চিরকালের তরে অমৃত প্রবাহিনী রূপে চলিতে থাকে।

গত ৮ই ফাল্গুন ডুলাইয়ের ডাক্তার বাবু গুরুদয়াল দাস গুপ্ত ও শ্রীযুত বাবু অক্রূরচন্দ্র তালুকদার মহাশয় এবং এখনকার জমীদারের কুঠীর অধ্যক্ষ টি চারলেস সাহেব এই তিন জনে একত্র হইয়া স্বহস্তে শিশা গলাইয়া তিনটী গুলি প্রস্তুত করেন ও জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে হাতি চাহিয়া লইয়া শিকারে যান, যাইয়া দেখেন একটি ব্যাঘ্র একটী মরা কুকুর লইয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইয়া সাহেব একাদি ক্রমে বাঘের উপর তিনটী গুলি করেন। তিনটি গুলিই বাঘের গায় লাগে, তাহাতে বাঘের বলের কিছু মাত্র ন্যুন হইয়াছিল না ॥ বরং আঘাত পাইয়া তাহাদের উপর প্রবল রূপে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন তাঁহাদের নিকট গুলি নাই ॥ তখন বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কত ক্ষণ পর্য্যন্ত বাঘেতে ও হাতিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ বাঘের ডাকে হাতির চীৎকারে ও মানুষের কোলাহলে গ্রাম কাঁপিতে লাগিল ॥ কিছুতেই কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে না ॥ পরিশেষে ডাক্তার বাবু হাতি হইতে নামিয়া এক জন মুসলমান স্ত্রীলোকের শিশা নির্ম্মিত অলঙ্কার (সত) ভাঙ্গিয়া গুলি প্রস্তুত করিয়া বন্দুক ভরিয়া সাহেবকে দেন, সাহেব সেই গুলিতেই বাঘ মারেন ॥ তাহাতে লোকের মহা কোলাহল হইতে লাগিল ॥ বাঘটী প্রায় ৬ ছয় হাত লম্বা ॥

পর দিবস আবার তাঁহারা শিকারে যান, যাইয়া দুটী ব্যাঘ্র দেখেন। তাহার একটিও তাঁহার মারিতে পারেন নাই। কেননা গ্রামে এত ঘন ঘন জঙ্গল যে হাতিতে সে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারে না। হাতির উপর হইতে নীচের কিছুই দেখা যায় না। গতিকেই তাহারা শিকার করিতে পারেন নাই। বাঘ দুইটীও কিছু ছোট, গতিকে তাহারাও আক্রমণ করে নাই। দেখা বাঘ শিকার করিতে না পারায় তাহারা বড় দুঃখিতাছেন। গ্রামের জঙ্গল কাটানের জন্যে তাহারা ভারি যত্ন করিতেছেন ও অনেক কৃত কার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু বাঘের ভয় এখন তকও কমে নাই। গ্রামের চারি পাশ হইতে প্রায়ই লোক আসিয়া বলে যে আমার বাড়ীর কাছে বাঘ রহিয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছি, শুনিয়া তাহারাও প্রস্তুত হন বটে, কিন্তু জমীদার মহাশয় হাতিটি দেন না। যদিও অনেক বলার পর দেন, তাহাতেও কোন কাজ হয় না। এমত সময় দেন, যে সময়ে শিকারে যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার সময় কি যেস্থানে বাঘ আছে তথায় যাইতে যাইতে সন্ধ্যা। কাযেই তাহারা শিকারে যাওয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন।

পরন্তু আমরা শ্রীযুত আজীম উদ্দীন চৌধুরী সাহেব কে এই অনুরোধ করি, যে তাঁহার হাতিটী শিকারে যাওয়ার যথা সময়ে দেন। তাহা হইলে তাঁহার দেশের অনেক উপকার হইবে। আর ইহাও তাহার তাহার বিবেচনা করা উচিত যে তাহার দেশ, তাহার প্রজা, তাহার রাজ্য, তাহারই মঙ্গলের জন্যে ইহারা এত পরিশ্রম ও বলিতে গেলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যান, এই মহৎ কার্য্যে তাহার যত্ন না থাকা বড় দুঃখের বিষয়।

জুলাই ৭৭ সাল } আপনার নিতান্ত অনুগত
দশই ফাল্গুণ } শ্রীসিতানাথ দাস গুপ্ত।

মহাশয়।

সোম প্রকাশ বলেন যে প্রধান ইনিস্পেক্টর উডরূ সাহেব প্যাকপাড়া, কাশীপুর এবং বরাহ নগর, এই তিন গ্রামের তিনটী ইং স্কুল একত্র মিলিত করিয়া একটী হাই স্কুল করিবার চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু আমরা বলি যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক কারণ বরাহ নগরের স্কুলের কর্ত্তা পক্ষের মধ্যে কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না তবে উডরূ সাহেব উহার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন? যার ঢেকী তার নিকট চাল কাঁড়িতে আসিবেন? না যে চাল বেচে খায় তার নিকট চাল কাড়তে যাইবেন? যাহা হউক ফলতঃ ঐ তিনটী, বিশেষ কাশীপুর ও বরাহ নগর এই দুই গ্রামের দুইটা স্কুলকে একত্র মিলিত করিতে পারিলে এ প্রদেশের যে কত রাশি২ উপকার সাধন হইবে তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি না যদিও মান্যবর উডরূ সাহেব ঐ বিদ্যালয় কটী মিলনার্থে বোধ হয় পূর্ব্বে কিছুই চেষ্টা পান নাই এক্ষণে আশা করি সংবাদ পত্রে যেরূপ ঘোষণা হইয়াছে এই ঘোষণাটী সপ্রমাণ করিবার জন্য উডরূ সাহেবের উচিত উক্ত বিদ্যালয় সকলের অধ্যক্ষ গণের নিকট একবারও এই রূপ কথার প্রস্তাব করা। আরও কহিতেছি বিদ্যালয় কটী পরস্পর মিলিত হইবার পূর্ব্বেই যেন উক্ত বিদ্যালয় গুলির কর্ত্তা মহাশয়েরা একটু মন নরম করেন কেহই যেন ধনুক ভাঙ্গা পণ না করেন।

এস্থলে নড়াইল জমিদার হিন্দু চূড়ামণি বাবু রাধাচরণ রায় মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না সোম প্রকাশে কোন বিশ্ব নিন্দুক লিখিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবুর শ্রাদ্ধে চোদ্দ পনর হাজার টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে কিন্তু আমরা উক্ত লেখককে জিজ্ঞাসা করি তিনি এক বার মনে২ ঠিক দিয়া দেখুন দেখি যে শ্রাদ্ধে দুই হাজার অধ্যাপককে চলিত পত্র দেওয়া হইয়াছিল যে শ্রাদ্ধের ঊর্দ্ধ বিদায় দুই শত টাকা পর্য্যন্ত ছিল যে শ্রাদ্ধে দুই টাকার হিসাবে প্রায় বার শত টিকিটের বিদায় করা হইয়াছিল যে শ্রাদ্ধে এক টাকা ও আট আনার হিসাবে আঠার উনিস হাজার কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছিল যে শ্রাদ্ধে শুপারির পত্র ও তিন চারি শত বিদায় করা হইয়াছে যে শ্রাদ্ধে হাজার ঘর ব্রাহ্মণকে অন্যূন আট টাকার হিসাবে সামাজিক দেওয়া হইতেছে যে শ্রাদ্ধে বড় বাজারের রকম ওয়ারি সন্দেশ এবং রকম ওয়ারি মিঠাই সহিত পাঁচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ দিগের জল পান করান হইয়াছে সেই শ্রাদ্ধ কি চোদ্দ পনর হাজার টাকায় নির্ব্বাহ হইতে পারে? কখনই না যে রায় বাবু দিগের বাটীতে বৃষ খোঁদাই প্রায় হাজার বার শত টাকা মুদ্রা পড়ে তাহাদের বাটীর কাহার আদ্য শ্রাদ্ধ যে এত অল্প টাকায় নির্ব্বাহ হইবে তাহা নিতান্তই অসম্ভব এবং যিনি এরূপ কহিবেন তিনি অবশ্যই বিশ্ব নিন্দুক ও কাতরের দল ভূক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

মহাশয়।

জেলা বীর ভুমের অন্তর্গত চৌকী গোপাল পুরের ভূত পূর্ব্ব মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বেণী মাধব মিত্র মহাশয়, আপোষ বোদলী হইয়া কাটোয়া যাওয়াতে অত্রত্য অধিবাসী গণ যাহার পর নাই অসুখী হইয়াছেন। তিনি যে দিন এই চৌকীর কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করেন সেই দিবস মানকরে এবিভাগের শিরোভূষণ স্বরূপ অত্রত্য জমীদার বিজ্ঞবর গুণ গ্রাহি শ্রীযুক্ত বাবু হিত লাল মিশ্র মহোদয় ও এই চৌকীর অন্তর্গত ভিন্ন২ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও অপরাপর অনেক লোক সমবেত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তৎকালোচিত কোন বাহ্যাড়ম্বর বিশেষের অনুষ্ঠান করেন নাই কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তি দিগের অকৃত্রিম ভক্তি স্নেহ বন্ধুতা কৃতজ্ঞতা বিনয় ও বিষাদ প্রভৃতি মনোগতভাব ব্যঞ্জক মুখশ্রী দ্বারা স্থানটী অতীব রমনীয় হইয়াছিল। মহাশয়। বেণী বাবু কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক জন বি এ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ও তরুণ বয়স্ক। তিনি যে এত অল্প বয়সে এরূপ সাধু শীলতা ও বিচার দক্ষতা প্রদর্শন দ্বারা অকৃত্রিম লোক প্রিয়তা ভাজন হইয়াছেন ইহা আমাদিগের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ও মাতৃ ভূমির অতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বেণী বাবু এরূপ ভদ্রতা ও নম্রতা সহকারে উপস্থিত ব্যক্তি দিগের সহিত তৎকালোচিত কথোপকথন করিয়াছিলেন যে তৎ শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও আর্দ্র চিত্ত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তি গণ সুযোগ্য বিচার পতিকে বিদায় দিবার সময় কথা প্রসঙ্গে তদীয় সাধু স্বভাব ও কার্য্য দক্ষতা সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করেন আমি তৎ সমুদায়ের স্থূল তাৎপর্য্য অভিনন্দন পত্রাকারে ভবৎ সন্নিধানে পাঠাইতেছি ভবদীয় ভুতার্থ বাদিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

ন্যায় পরায়ন বিচার পতে।

আজি আমাদিগের অন্তঃকরন যুগপৎ হর্ষ বিষাদে পরিপুর্ণ হইয়াছে। বিষাদের হেতু এই, মন্দভাগ্য বশতঃ গত চোদ্দই জানুয়ারি হইতে বিধাতা আমাদিগকে আপনার সুবিচারের ফল ভোগে বঞ্চিত করিয়াছেন, এবং ভবাদৃশ সাধুশীল ব্যক্তি আমাদিগের সৌভাগ্য রক্ষার চিরকৃত ভার পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। হর্ষের হেতু এই, যে আমাদিগের মাতৃভূমি এরূপ উদার চরিত সদ্বিচারক প্রসবিনী হইয়াছেন। যাহার নিকট অদ্য আমরা সমবেত হইয়া অকপট চিত্তে বিস্ফারিত লোচনে মনোগত ভাবের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং যৎকৃত উপকার পরম্পরার নিকট আমাদিগের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই।

আপনি ন্যুনাধিক পাঁচ বৎসর কাল আমাদিগের চৌকীর বিচারাসনে আরূঢ় থাকিয়া প্রজা বৎসলা শ্রীশ্রীমতী মহা রাণীর ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে অনুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বিচার কালীন আপনার নৈসর্গিক অক্রোধিতা গম্ভীর ভাব সহাস্য বদন ও শিষ্টাচার আমাদিগের কাহার অন্তঃকরণে আজীবন জাগরূক থাকিবে। আপনি এরূপ সূক্ষ্ম দর্শিতা ও ন্যায় পরতার সহিত বিচার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন যে বিবদমান ব্যক্তি দিগের মধ্যে কেহ আপনকার ভ্রমে স্বীয় প্রকৃত স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে, একথা আমাদিগের শ্রুতি গোচর হয় নাই। আপনকার সূক্ষ্ম দর্শিতা গুণে চৌকীতে মিথ্যাভিযোগ ব্যবসায়ীরা একবারে হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ অপথে পদার্পণ করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আপনকার নিকট কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। এবং যাঁহারা ধর্ম্ম পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপনকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রায় কেহই আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

অধিক কি বলিব এরূপ সুযোগ্য ন্যায় পরায়ন ভবাদৃশ বিচার পতি আমাদিগের চৌকী আর কখন অলঙ্কৃত ও পবিত্র করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যে সকল গুণ থাকিলে লোকে সুযোগ্য বিচার পতি বলিয়া পরিগনিত হয়েন আমরা আপনাতেও তৎ সমুদায় ভূরি প্রমাণে বিদ্যমানতা লক্ষিত করিয়াছি।

আপনি শুদ্ধ সুবিচার দ্বারা এই চৌকির শুভ সাধনে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন এমন নহে, দয়া গুণেরও বশবর্ত্তী হইয়া স্থানীয় লোকদিগের শিক্ষা লাভ দ্বারা মানসিক উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নিঃ গোপাল পুরের ইংরাজি বিদ্যালয়টী আপনকার যত্নেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া আশানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে। চৌকির অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের বিদ্যালয় গুলির সুযোগ ক্রমে পরিদর্শন করিয়া লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং মধ্যে২ সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে সাধ্যানুরূপ অর্থ সাহায্যে বিরত হয়েন নাই। সম্ভ্রান্ত বংশীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণের বিষয় রক্ষা ও তাহাদিগের হিত সাধনে আপনি অমায়িক ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ আমাদিগের সর্ব্ববিষয়ক শুভ সাধনেই আপনার সঙ্কল্প ছিল এবং ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনি তদ্বিষয়ে ভূয়সা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া চলিলেন। অন্যায় সকার্য্য গতিকে আমাদিগকে অদ্য আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত বিচারপতি ও প্রিয় বন্ধুকে বিদায় দিতে হইল। আমরা আবাল বৃদ্ধ সকলেই তদ্দ্বেতু এই পরিত্যাগে যাহার পর নাই কাতর হইয়াছি। পরিত্যাগ কাল যত নিকটবর্ত্তি হইতেছে আমাদিগের শোক ততই উদ্বেগ হইতেছে। আমরা এই স্থানেই আপনকার নিকট বিদায় গ্রহন করিলাম। এবং আমরা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহার অনুগ্রহে আপনি সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ভাজন হইয়া উত্তোরত্তর উচ্চ পদারূঢ় হউন এবং সপরিবারে দীর্ঘজীবি হইয়া অবচ্ছিন্ন কুশল পরম্পরা ভোগ করতঃ পরম সুখে কাল যাপন করিতে থাকুন।

মানকর } একান্ত বশম্বদ
২৬ ফেব্রুয়ারি } শ্রীকেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল ৬ আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহ্য হইবে। ইতি

বহরাম পুর সত্যরত্ন যন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

কর্ম্ম খালী।

বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য। বেতন ৩৫ ও ২০ টাকা। যাহারা এল. এ, ও এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছেন তাহাদের আবেদন সর্ব্বাপেক্ষ আদরণীয়। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বনগ্রাম শ্রীতারক নাথ মিত্র

"ভারত বর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা,"

সাধারণ হিন্দু বর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হিন্দু জাতির এক পুরুষের বহু বিবাহ ও পোন লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথাদ্বয় নিবারণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভায় তাহার বিশেষ সমালোচনা হইতেছে। অবিলম্বে সকলের লিখিত অভিপ্রায় সভাধ্যাক্ষগণ একান্ত প্রার্থনা করেন; ঔদাস্য পরিত্যাগে সকলে স্বীয় মত আমার নিকট লিখিয়া পাঠালে সম্পাদক বাধিত হইবেন, ইতি

পাতরিয়া ঘাটা ধর্ম্মরক্ষণীসভারকার্য্যালয় তাং ১২ এ মাঘ। ১৯১৭ } শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
BEING ACT XXV OF 1861
AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circular the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by remittance to Babu Peary Churn Sircar.

No. 77, Mootaram Babu's treet.

Bunko Bihari Mitra,

No. 82, Sitaram Ghose's Street.

Manager Sanscrit Press Depositary

No. 24 Sukea's Street.

CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসায় নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
সামারক কাটি

ভূগোল বিদ্যাসার।

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রায়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবির স্থল স্থূল বিবরন, ভারবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ শ্রী এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মূল্য ৵৶ আনা মাত্র।

ভবানীপুর জগু বাবুর বাজার সুলতান মিস্ত্রীর বারিক ১৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড় হইতে পুরাতন গৃহিরাগের ঔষধ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল বোতল	৩টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর। বেজপাড়া

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য ভুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি সুব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারনের সুবিধা ক্ষতি নিবারণে ভবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। ইহাতে রেজেষ্টরি আফীমের তালিকা এবং ১৮৬৯ সালের সাধারন ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীল ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার।

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর
বাবু দিন নাথ সেন, গোহাটী
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগন অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸০	১।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত॥